মমতাকে চিঠি পশ্চিমবঙ্গকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করতে

বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনার মধ্যেই এবার পশ্চিমবঙ্গকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

খালিস্তানপন্থি ‘শিখস ফর জাস্টিস’ (এসএফজে) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে এ চিঠি দিয়েছে। একই চিঠি পাঠানো হয়েছে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের কাছেও।

চিঠিতে শিখ সংগঠনটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, বাংলার সম্পদকে সব দিক দিয়ে ধ্বংস করছে কেন্দ্রীয় সরকার। নিজেদের পরিচিতি, আদর্শ, সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে হলে পশ্চিমবঙ্গের উচিত ভারত থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন একটি রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা।

খালিস্তানিদের যুক্তি– রাজ্যের আইনসভায় একতরফা আইন পাস করে ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে বাংলা। এ পদক্ষেপ নিলে বিষয়টি আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে যাবে। তখন ভারতকে চাপে ফেলে আন্তর্জাতিক আদালতে এ মামলা চালানো যাবে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চালানোর অভিযোগে ভারত শিখ সংগঠন ‘শিখস ফর জাস্টিস’ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দিল্লির কৃষক আন্দোলনে লালকেল্লায় সহিংসতার নেপথ্যে খালিস্তানিদের সংশ্লিষ্টতারও অভিযোগ ওঠে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি একই ধরনের চিঠি পাঠানো হয়েছে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের কাছেও। শুধু তাই নয়, পৃথক রাষ্ট্র হলে তারা দুজনই প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন বলেও প্রস্তাব দিয়েছেন খালিস্তানিরা।

গাংনীতে বিএনপি ও সতন্ত্র প্রার্থীর ভোট বর্জন

ইভিএম এ কারসাজি ও এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগে গাংনী পৌর সভা নির্বাচন বর্জন করেছেন বিএনপি প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবলু ও সতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান মেয়র আশরাফুল ইসলাম।
শনিবার দুপুর ২টার দিকে গাংনী পৌরসভার ৬ নম্বর কেন্দ্র পরিদর্শন ভোট বর্জনের সিদ্ধান্ত স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম ও দুপুর আড়াইটার দিকে ৩নম্বর ওয়ার্ড কেন্দ্র থেকে বিএনপি প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবলু ভোট বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন।
এসময় আশরাফুল ইসলাম বলেন, ইভিএম এ প্রথম অবস্থায় সব প্রতিক দেখা যাচ্ছে না। যখন এটি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে তখন সব প্রতীক দেখা যাচ্ছে। ফলে ইভিএম নিয়ে জনগণের মধ্যে যে ধারণা ছিল তা সঠিক হয়েছে। এনির্বাচন প্রহসনের নির্বাচন। উর্ধতন মহলের নির্দেশে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও রির্টানিং কর্মকর্তা এ ধরণের প্রহসনের নির্বাচন পরিচালনা করছেন। বারবার জেলা প্রশাসন ও রির্টানিং কর্মকর্তাকে বলার পরও তারা কোন ব্যবস্থা নেননি। এছাড়া পৌর ১, ২,৩,৮ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে আমাদের এজেন্ট দের বের করে দেওয়া হয়েছে। যে কারণে এ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
অপরদিকে দুপুর আড়াইটার সময় বিএনপি প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবলু ৩ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শন শেষে তিনিও রিটার্নিং কর্মকর্তাকে ‘ভেড়া’ উপাধি দিয়ে নিবার্চন বর্জন করেন। তিনি বলেন, ৯টি কেন্দ্রের অধিকাংশ কেন্দ্র থেকে আমাদের এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছে। আমরা সকাল থেকে এ ধরণের ঘটনা দেখছি। রির্টার্নিং কর্মকর্তাসহ প্রশাসনকে জানিয়েও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তাই এই নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
এদিকে, বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, গাংনী পৌরসভার ৯ টি ওয়ার্ডের ৯টি ভোট কেন্দ্রের ৬১ টি বুথে ভোট গ্রহণ শুরু হয় সকাল ৮ টা থেকে। ভোট কেন্দ্রে ও আশ পাশ এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজন থাকলেও সরকার দলীয় প্রার্থীর সমর্থকরা ভোট কেন্দ্র দখল করে নেয়। নৌকা প্রার্থীর ভোটারগণ ভোট কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে ভোট দিলেও অন্যান্য প্রার্থীর সমর্থকরা ভোট কেন্দ্রে যেতে পারেন নি বলে অনেক ভোটার অভিযোগ করেছেন। বিভিন্ন স্থানে বাধা দেয়া হয়েছে। আবার ভোট

কেন্দ্রে ভোটারের আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে পোলিং অফিসার সরকার দলীয় প্রার্থীর নৌকা মার্কাতে ভোট নিয়ে নিচ্ছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। বেশ কয়েকটি ভোট কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেছে, ভোটারদের উপস্থিতি একেবারই কম। কোন কেন্দ্রেই ধানের শীষ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর এজেন্টকে পাওয়া যায় নি। আবার বিএনপি সমর্থিত কোন ভোটারেরও দেখা মেলেনি। কোন কোন কেন্দ্রে এজেন্টদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন স্বতন্ত্র ও বিএনপি সমর্থীত প্রার্থীর ভোটারগণ। কোন কোন কেন্দ্রে মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে ধাক্কা ধাক্কির ঘটনা ঘটেছে।
গাংনী সরকারী বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে নৌকা প্রার্থীর সমর্থক মজিরুল ও মিলনের সাথে কাউন্সিলর প্রার্থী মিজানুর রহমানের বাক বিতন্ডা ও ধাক্কা ধাক্কির ঘটনা ঘটে। ওই কেন্দ্রে পোলিং অফিসার মিজানুর রহমান ভোটারদের আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে সরকার দলীয় প্রার্থীর নৌকা মার্কায় ভোট প্রয়োগ করছেন। এ ব্যাপারে পোলিং অফিসার কোন স্বদুত্তোর প্রদান করেন নি। একই ভাবে ভোট চলছিল ৯টি কেন্দ্রে।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনা সমগ্র জাতিকে ব্যথিত করেছে-ইনু

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনা সমগ্র জাতিকে ব্যথিত করেছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনা সমগ্র জাতিকে চরমভাবে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছে। রাজনৈতিক মোল্লারা বঙ্গবন্ধুর সংবিধান মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এদের কোন মাফ নেই।

গত মঙ্গলবার সকালে তিনি কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের

ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য মুক্তিযুদ্ধে মীমাংসিত সংবিধানের বিষয়ে কোনো ছাড় দেয়ার সুযোগ নেই। যেই রাজনৈতিক মোল্লা ও রাজাকাররা ধর্মের নামে স্বাধীনতার বিরোধিতা করে ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ মা বোনকে ধর্ষণ করেছে, সেই দেশদ্রোহী রাজনৈতিক মোল্লা রাজাকার নব্য রাজাকারদের কাছে ধর্মের ইজারা দেওয়া হয়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু আরও বলেন, এই রাজনৈতিক মোল্লারা কখনও রাজাকারদের কখনও জঙ্গিদের কখনো পাকিস্তানের কখনও বিএনপি-জামাতের ভাড়াটে খেলোয়াড়। এই রাজনৈতিক মোল্লারা ফতুয়া দেয়ার অধিকার হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ ছাড়া ফতোয়া দেয়া বেআইনি বলেও জানান তিনি।

সাবেক এই তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতির ভিত্তিতে চলবে সব ধর্মের মানুষ শান্তিতে তাদের ধর্ম পালন করবে ধর্মের নামে অশান্তি ভাগাভাগি বাড়াবাড়ির অপচেষ্টা রুখে দেয়া হবে।

এসময় কেন্দ্রীয় জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক ও কুষ্টিয়া জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীম জেলা জাসদের সভাপতি গোলাম মহসিন, কারসেল আলম, জিল্লুর রহমান, মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ আলীসহ বিভিন্ন জাসদ নেতৃবৃন্দ ও জাসদ ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে জাসদের জেলা-উপজেলার নেতৃবৃন্দ এবং উপস্থিত জনগণকে সাথে নিয়ে কুষ্টিয়া শহরের পৌর বিজয় উল্লাস থেকে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করে।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙ্গায় গাংনীতে ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিবাদ

কুষ্টিয়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ভাঙ্গার প্রতিবাদে ও ভাঙচুরকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল রোববার সকালে মেহেরপুর জেলা ওয়ার্কার্স পার্টি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।

জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির গাংনীস্থ কার্যালয়ে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি জননেতা কমরেড আব্দুল মাবুদ।

এসময় বক্তব্য রাখেন জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মজনুল হক মজনু, জেলা নারী মুক্তিদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুন নাহার আক্তার, ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা কমরেড আরোজ আলী, গোলাম রহমান মাস্টার, ফিরোজ জাহাঙ্গীর মাস্টার, জেলা যুবমৈত্রীর যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান প্রমুখ।

কুষ্টিয়ার ভাস্কর্য ভাঙ্গার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, দেশের সামাজিক-সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করতে ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ এবং বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীতে নতুন করে ষড়যন্ত্রে মেতেছে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র। তারা ধর্মের নামে ভাস্কর্য বিরোধীতে অবস্থান নিচ্ছে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাস্কর্য ভাঙ্গার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যা এটা তাদের রাজনৈতিক বহিরপ্রকাশ। দেশকে অস্থিতিশীল রাখতে তারা উগ্র ও উস্কানিমূলক বক্তব্যে দিচ্ছে। যা শুভ লক্ষণ নয়।

বাংলাদেশ জাসদের ঝিনাইদহ জেলা কমিটি বিলুপ্ত : জাসদে যোগদান

শরীফ নুরুল আম্বিয়ার নেতৃত্বাধীন নবগঠিত রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাসদ (বাজাসদ) ঝিনাইদহ জেলা কমিটি বিলুপ্ত করে ইন-শিরিনের নেতৃত্বাধীন জাতীয় সমাজ তান্ত্রিক দল (জাসদ) এ যোগদান করেছে। শুক্রবার সকাল ১১টায় জেলা জাসদের অস্থায়ী কার্যালয়ের বিশেষ সভায় তারা যোগদান করেন।

বাজাসদের বিলুপ্ত কমিটির সভাপতি রিয়াজ উদ্দীন খান ও সাধারণ সম্পাদক আশানুর রহমানসহ কমিটির নেতা কর্মীরা জাসদের এই যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জাসদ ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সভাপতি চন্দন চক্রবর্তী ও সাধারণ সম্পাদক শামীম আক্তার বাবু বাজাসদ বিলুপ্ত করে জাসদে যোগদানকারী নেতা কর্মীদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।

এ সময় উপস্থিত নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে জেলা জাসদের সভাপতি চন্দন চক্রবর্তী বলেন, জাসদ নেতাদের দল না, কর্মীদের দল। কর্মীদের মতামত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার ও চর্চা একমাত্র জাসদের আছে। জাসদে নেতাদের কর্মীদের মতামত, সিদ্ধান্ত মেনেই চলতে হয়। জাসদের কর্মীরা নেতাদের সামনাসামনি চোখে চোখ রেখে নেতাদের প্রশ্ন করতে পারে, জবাবদিহি করে, ভুল করলে সমালোচনা করতে পারে। নেতাদের তা মেনে নিয়েই দল করতে হয়। যে নেতারা কর্মীদের মতামতকে অসম্মান করে তারা নিজেরাই কর্মীদের এবং দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। এটাই জাসদের সৌন্দর্য। জাসদ ছেড়ে অন্যদলে যারা যোগ দিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, যারা আত্মমর্যাদা ও সম্মান নিয়ে রাজনীতি করতে চান তারা ঘরের ছেলে হিসাবে নিজ ঘরে ফিরে আসার আহবান জানান।

বাজাসদ বিলুপ্ত করে জাসদে যোগদানকারীদের পক্ষে রিয়াজ উদ্দীন খান বলেন, যে কথা বলে বাজাসদ গঠন করা হয়েছিল বাজাসদের নেতারাই তাদের সে কথা রাখেনি উন্নত আদর্শ বা রাজনীতি নয়, ব্যক্তি স্বার্থ, ব্যক্তিগত লাভক্ষতির হিসাব নিকাশ ছাড়া তারা আর কিছুই বুঝেন না।

জেলা জাসদের সভাপতি চন্দন চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শামীম আক্তার বাবুর সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি আব্দুল জলিল, যুগ্ম-সম্পাদক মনিরুজ্জামান মানিক, সাংগঠনিক

সম্পাদক মনিরুজ্জামান উজ্জল, দপ্তর সম্পাদক শাহানুর আলম, জাসদ নেতা এ্যাড. আসাদুজ্জামানসহ বিভিন্ন থানার নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (মার্কসবাদী) চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় শহরের টাউন ফুটবল মাঠের পাশে জেলা কার্যালয়ে এ সম্মেলন অনুষ্টিত হয়। সম্মেলনে কমরেড সৈয়দ মজনুর রহমানকে সভাপতি ও কমরেড আলাউদ্দিন উমরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট দ্বিবার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সদস্য কমরেড মুনসুর আলী। প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান ভিটু।

সম্মেলনে দ্বিবার্ষিক কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির নেতারা হলেন সভাপতি কমরেড সৈয়দ মনজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক কমরেড আলাউদ্দিন উমর, সাংগঠনিক সম্পাদক কমরেড আব্দুস সামাদ, কোষাধ্যক্ষ কমরেড অ্যাডভোকেট বদর উদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক কমরেড মুনসুর আলী এবং সদস্য নির্বাচিত হন কমরেড ডা. আব্দুর রশিদ, কমরেড সেকেন্দার আলী, কমরেড ফরহাদ হোসেন, কমরেড কল্পনা বেগম ও কমরেড দোস্ত মোহাম্মদ।

ঝিনাইদহে জাসদের ৪৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

ঝিনাইদহে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ’র ৪৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জেলা জাসদের পক্ষ থেকে এ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা জাসদের সভাপতি চন্দন চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাসদ কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য মনোয়ার হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক শামীম আখতার বাবু, সহ-সভাপতি শরাফত ইসলাম, জলিল মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মানিক, দপ্তর সম্পাদক শাহানুর আলম, কোষাধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান উজ্জল।

এসময় বক্তারা, দুর্নিতী, লুটপাট, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুশাসনের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে বাংলাদেশ কংগ্রেস ও নাগরিক ঐক্যফ্রন্ট

বাংলাদেশ কংগ্রেস মেহেরপুর জেলা শাখা ও নাগরিক ঐক্যফ্রন্ট মেহেরপুর জেলা শাখার সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় ।
বাংলাদেশ কংগ্রেস মেহেরপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় সজহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ রাহাতুল হোসেন রাহাত, মেহেরপুর সদর উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব মোঃ আল মাসুম শেখ, নাগরিক ঐক্যফ্রন্টের জেলা শাখার আহবায়ক মোঃ মনিরুজজামান সোহেল,

নাগরিক নারী ঐক্য ফোরাম জেলা শাখার আহবায়ক মোছাঃ মলিনা খাতুন। সাক্ষাৎ শেষে দেশের চলমান অবস্থা,ভোটাধিকার ও গনতন্ত্র উদ্ধার এর জন্য জনগণের পাশে দাড়ানো, মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ে নানা করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসককে শুভেচ্ছা জানালো বাংলাদেশ কংগ্রেস

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে বাংলাদেশ কংগ্রেস মেহেরপুর জেলা শাখার নের্তৃবৃন্দরা। এ সময় তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশ কংগ্রেস মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মোঃ রাহাতুল হোসেন রাহাতের নেতৃত্বে সদর উপজেলা শাখার আহ্বায়ক মোঃ শরিফুল ইসলাম, সদস্য সচিব মোঃ আল মাছুম সেখ, সদস্য আলমগীর হোসেন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আহব্বায়ক মোঃ সবুজ রেজা প্রমুখ।

এসময় নবাগত জেলা প্রশাসক ডাঃ মোহাম্মদ মনসুর আলম খান বলেন বাংলাদেশ কংগ্রেস নতুন রাজনৈতিক দল। এ দলের সকল নেতাকর্মীকে অভিনন্দন।

হেফাজতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

বরদাশত করা হবে না: আল্লামা শফী

হেফাজতের বিরুদ্ধে কোনো দুষ্টচক্রের ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না মন্তব্য করেছেন হেফাজতের আমীর আল্লামা শাহ আহমদ শফী।

সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ মন্তব্য করেন তিনি।

আল্লামা শফী বলেন, ‘হযরত রাসুলে কারিম (স) শান-মান, সাহাবায়ে কিরামের আজমতসহ ইসলামের ইজ্জত-সম্মান ও প্রাধান্য সুরক্ষায় হেফাজতে ইসলামের আত্মপ্রকাশ। জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে দেশের নাস্তিক্যবাদী অপশক্তি যখন প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ ও তার রাসুল (স) এবং ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়াবলীর সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে, অপমানকর বক্তব্য প্রদান করে, তখনই হেফাজতে ইসলাম এসবের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে।’

তিনি বলেন, ‘দেশের কোটি কোটি মানুষের ঈমান-আকিদা ও ইসলামী মূল্যবোধ সুরক্ষায় রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেয় এই সংগঠনের কর্মীরা। আবারও যদি কেউ আল্লাহ ও তার রাসুল (স), সাহাবায়ে কিরাম তথা ইসলামের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে হেফাজতে ইসলাম পুনরায় গর্জে উঠবে।’

আল্লামা শাহ আহমদ শফী বলেন, ‘নাস্তিক্যবাদী অপশক্তি প্রকাশ্যভাবে হেফাজতে ইসলামের মোকাবিলা করতে পারবে না। ইসলাম বিরোধী ওই অপশক্তি প্রকাশ্য মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে ইদানিং পেছনের দরজায় হামলা করছে বলে মনে হয়। হেফাজতের ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা একটি সিন্ডিকেট জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আজ নাস্তিক্যবাদীর খেলনায় পরিণত হয়েছে। তারা ভেতরে থেকে হেফাজতে ইসলাম, হেফাজতের ত্যাগী নেতাদের, আমার ও আমার ছেলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘ভেতর থেকে এসব অপপ্রচার করে তারা হেফাজতে ইসলামকে দুর্বল করতে চায়, সংগঠনটির ইমেজ নষ্ট করতে চায় এবং জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে চায়।’

বিবৃতিতে আল্লামা শফী বলেন, ‘কোনো সিন্ডিকেট, অপশক্তির ষড়যন্ত্রই এ দেশের ঈমান রক্ষার আন্দোলন হেফাজতে ইসলামকে ধ্বংস করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। বরং তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘হেফাজতের বিরুদ্ধে কোন দুষ্টচক্রের ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না।’

তিনি ষড়যন্ত্রকারী দুষ্টচক্র কর্তৃক হেফাজতে ইসলামের ভেতরকার কল্পিত বিরোধের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সকলকে আহবান জানান।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন